Film **RESONATING RESILIENCE** (16 minutes/ English) has been awarded with the prestigious **UN FAO - OSIRIS** Award (United Nations' Food and Agricultural Organisation) at the 37th **AGROFILM** festival in Bratislava/Nitra, Slovak Republic, a highest level of honour for outstanding contributions to global food security and innovations and applications of modernAgricultural technology.

SYNOPSIS OF THE FILM: RESONATING RESILIENCE

The story begins with people of the two villages – Khagribari and Singimari in Cooch Behar district. Once these two small villages, Located in the fringe area of Rasamati Forest, most of the total cultivable land is under rain fed condition with lack of irrigation Water and frequent dry spell in the rabi season, caused severe crop loss. Improper drainage system was another hindrance. The Farmers became jobless; youths were migrated to other places. With the help of Krishi Vigyan Kendra of Cooch Behar under Uttar Banga Krishi Viswavidyalay, a project was launched – **NICRA** (National Innovations on Climate Resilient Agriculture, funded by **ICAR**) to fight out the resilient climatic changes in this terrain area. With the adoption of modern technological and scientific measures, this hindrance of agricultural vulnerability was sorted out and now, the farmers of the area could able to grow crops even in the hostile climatic conditions, including in the days of draught and flood. The film is a motivational one, helps to bring awareness to the Farming community at large of their sustenance and livelihood Development.

The Documentary Link: https://youtu.be/Y_-U0qE_zx0

CREW:

Produced By: Krishi Vigyan Kendra, Cooch Behar, UBKV and ICAR – ATARI, Kolkata

Camera: Rana Dasgupta

Voice: Ashoke Viswanathan

Script: Dr. Bikash Roy

Direction: Jaydip Mukherjee/ Aloke Banerjee

Copyright©: KVK Cooch Behar 2021

The Award ceremony will be held on 8/10/2021 at 10:00 am at Bratislava, Slovak Republic in Virtual mode. They will share the link of the award ceremony. Official Press release with award list will be announced on that day (8/10/2021) by the organisers of Agro Film Festival, 2021. Though the Director of the Film Festival has confirmed the award to the Director of the Documentary through an official letter.

agrofilm 37th

Lužianky, 17th September 2021

Dear Mr. Mukherjee,

It is my pleasure to inform you that your film "Resonating Resilience" is awarded the ***FAO Award*** *at the 37th International Film Festival Agrofilm 2021.*

This letter is to cordially invite you to the award ceremony, which will take place on

Friday, 8th October 2021 at 10:00 AM

at the shopping mall Galéria MLYNY Nitra – Multiplex Mlyny Cinemas – room no. 1, Štefánikova trieda 61, Nitra, Slovakia.

We understand that given the current pandemic situation, attending the event in person might be impossible. In such case, we would welcome a video response to represent you at the ceremony.

Please RSVP to the email address timea.sommerova@nppc.sk by 27th September 2021.

Yours sincerely,

Ing. Ján Huba, CSc.
Executive Director
Festival Agrofilm 2020

National Agricultural and Food Centre, Address: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Slovakia, e-mail: timea.sommerova@nppc.sk, tel.: +421 376 546 249
web: **www.agrofilm.sk**

from: **Sommerová Timea** <timea.sommerova@nppc.sk>

to: "jaydip63@gmail.com" <jaydip63@gmail.com>

date: Sep 17, 2021, 6:00 PM

subject: Agrofilm 2021 Awards

mailed-by: nppc.sk

signed-by: nppcsk.onmicrosoft.com

security: Standard encryption (TLS) Learn more

: Important according to Google magic.

Dear Mr. Mukherjee,

It is my honour to inform you that the film "Resonating Resilience" you submitted to the International Film Festival Agrofilm 2021 is being awarded the FAO Award.

Attached please find a letter from the director of the event.

We would like to cordially invite a representative of the film to the award ceremony, which will take place on Friday, 8th October 2021 at 10:00 AM at the shopping mall Galéria MLYNY Nitra – Multiplex Mlyny Cinemas – room no. 1, Štefánikova trieda 61, Nitra, Slovakia.

We understand the current pandemic situation might make it impossible for a representative to attend the ceremony in person. If you cannot attend the ceremony, we would welcome a short video response to represent the film at the ceremony.

We look forward to your response.

Best regards,

Mgr. Tímea Sommerová
prekladateľka, tlmočníčka a výkonná redaktorka
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra / Úsek riaditeľa

National Agricultural and Food Centre
Research Institute for Animal Production / Department of Director
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky, Slovak Republic

E: timea.sommerova@nppc.sk
T: +421 376 546 249
M: +421 918 956 959

from: **IFF AGROFILM 2021** <agrofilm2021@gmail.com>

to: Jaydip Mukherjee <jaydip63@gmail.com>

date: Sep 13, 2021, 1:51 PM

subject: Re: FILM SUBMISSION FOR AGROFILM RESONATING RESILIENCE

mailed-by: gmail.com

signed-by: gmail.com

security: Standard encryption (TLS) Learn more

: Important mainly because you often read messages with this label.

IFF AGROFILM 2021 1:51 PM (15 minutes ago)

to me

Dear Jaydip,
The date of IFF Agrofilm (4 - 9 October 2021) is nearing. Your film has been selected and we already know that screening of films for schools will be online. The screenings will be in real time, they will follow a fixed schedule, and each school will have access to its own virtual screening room, in order to protect the author's rights. Should we include your submitted film(s) in this mode, we need your consent for online screening. Thanks in advance for your feedback.

Best Regards
Martin Uram
Co-organizer of IFF Agrofilm 2021 Bratislava Slovak Republic

News Paper Coverage:

১০ | আরও খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ CA

কৃষিবিজ্ঞানে তথ্যচিত্রের স্বীকৃতি রাষ্ট্রসংঘে

বিধান সিংহরায়

পুণ্ডিবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবে এবার প্রদর্শিত হবে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বানানো তথ্যচিত্র। রাষ্ট্রসংঘের ওই দপ্তর আয়োজিত ৩৭তম চলচ্চিত্র উৎসবে রেসোনেটিং রেসিলিয়েন্স ঠাঁই পেয়েছে। জানা গিয়েছে, সাসটেইনেবল ক্লাইমেট নিয়ে ১৬ মিনিটের ওই তথ্যচিত্রটি বানানো হয়েছে।

কী রয়েছে ওই তথ্যচিত্রে? নির্মাতাদের থেকে জানা গিয়েছে, কৃষিক্ষেত্রে জল সাশ্রয়কারী সেচ পদ্ধতি অবলম্বন করে কীভাবে সাসটেইনেবল ক্লাইমেটের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে ওই তথ্যচিত্র। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের এই সাফল্যে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক সহ কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। শুক্রবার রাতে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৮ অক্টোবর স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের ব্রাটিস্লাভার নিত্রায় সেই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। তবে কোভিড পরিস্থিতির কারণে ভার্চুয়ালি এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ স্বরূপকুমার চক্রবর্তীর কথায়, 'নিকরা প্রকল্পটি অনেকদিন ধরেই কাজ করে চলেছে। এই প্রকল্পের সফলতার জন্য গ্রামীণ চাষি থেকে কৃষিবিজ্ঞানী সকলের অবদান রয়েছে।'

কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ডঃ বিকাশ রায় জানিয়েছেন, কোচবিহারের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রসমতি বনাঞ্চলে অবস্থিত খাগড়িবাড়ি এবং সিঙ্গিমারি নামক দুটি ছোট গ্রাম। ওই দুই গ্রামের মানুষের সঙ্গে গল্পের শুরু। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও সেচের জলের অভাব এবং ঘনঘন শুরু আবহাওয়ার দরুন এই দুই গ্রামে রবিশস্য চাষ করেও চাষিরা লাভের মুখ দেখতে পান না। সেইসঙ্গে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থাও আরেকটি বড় সমস্যা। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় এই ভূখণ্ডে সাসটেইনেবল ক্লাইমেট পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 'নিকরা' নামক একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এটি ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থার একটি নিজস্ব প্রকল্প যা নিয়ে বিগত ১০ বছর ধরে কোচবিহার জেলায় সাফল্যের সঙ্গে কাজ হয়ে আসছে। জাতীয়স্তরে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কৃষিক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে। পরবর্তীতে ওই এলাকার কৃষকরা খরা এবং বন্যার সময় প্রতিকূল জলবায়ুর মধ্যেও ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছেন। এটি নিকরা প্রকল্পেরই সাফল্য বলে কৃষিবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এরপরেই কৃষকদের জন্য প্রেরণামূলক ওই তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন তাঁরা।

তথ্যচিত্রের পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় এবং অলোক বন্দোপাধ্যায় বলেন, 'তথ্যচিত্রের সাফল্যে আমরা সত্যিই খুশি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের এই স্বেতাব আমাদের দেশের কৃষকদের সুরক্ষায় নেওয়া পদক্ষেপকে স্বীকৃতি জানাল। তথ্যচিত্রটি কেবল তথ্যবহুলই নয়, সেইসঙ্গে এর একটি প্রেরণামূলক দিকও রয়েছে।'

এদিকে, নিকরা প্রকল্পের পূর্ব ভারতের নোডাল অফিসার ডঃ ফিরোজ হাসান রহমান জানান, প্রথমদিকে কোচবিহার, মালদহ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দার্জিলিং, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং পুরুলিয়া জেলাকেও এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

- সাসটেইনেবল ক্লাইমেট পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করে 'নিকরা' প্রকল্প
- খাগড়িবাড়ি এবং সিঙ্গিমারি গ্রামে এই প্রকল্পের সুফল মিলেছে
- এরপরেই কৃষকদের জন্য প্রেরণামূলক ওই তথ্যচিত্র তৈরি করা হয়েছে
- এটি ৮ অক্টোবর স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের ব্রাটিস্লাভার নিত্রায় দেখানো হবে

বিষয় জলবায়ু বদল

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তথ্যচিত্র রাষ্ট্রসংঘের পুরষ্কার পাচ্ছে

বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, সেচের সুষ্ঠু ব্যবহার না থাকায় গ্রামীণ মানুষদের কৃষিকাজ থেকে সরে অন্যত্র চলে গিয়ে অন্য কর্মে যুক্ত হওয়া এটাই ছিল কোচবিহারের খুব প্রত্যন্ত এবং প্রান্তিক দুটি গ্রাম খাগরীবাড়ী এবং সিঙ্গিমারী গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনচর্চা। কিন্তু তা পাল্টে দিয়েছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কার্যধারা এবং ভারত সরকারের আই সি এ আর এর 'নিকরা' প্রকল্প। গত প্রায় দশ বছর ধরে এই অঞ্চলে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কাজ করে চলেছে এইসব গ্রামীণ কৃষিজীবি মানুষদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ণ-এর জন্য। আর সেটাই তথ্যচিত্র করে রাষ্ট্রসংঘের এফ এ ও (ফুড এণ্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন) এর ৩৭ তম এ্যাগ্রোফ্লিম ফেস্টিভেল-এ দেখানো হবে বেং আগামী ৮ই অক্টোবর তারজন্য পুরস্কৃতও করা হবে। মূলতঃ এই ১৬ মিনিটের ইংরাজী ফিল্মটির নাম। এটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তৈরী করা হয়েছে। ফিল্মটির স্কিপ লিখেছেন ড. বিকাশ রায়, নির্দেশনা করেছেন জয়দীপ মুখার্জী ও অলোক ব্যানার্জী, চিত্র গ্রহণ করেছেন রানা দাশগুপ্ত।

(২ পাতায় শেষাংশ)

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তথ্যচিত্র

(১ পাতার পর)

এই চিত্রনাট্যটি কোচবিহার জেলার রাসমতী ফরেষ্টর কাছে দুটি ছোট্ট গ্রাম খাগরীবাড়ি এবং সিঙ্গীমারি। সেখানকার পুরো জমিটাই কৃষিযোগ্য এবং তা বৃষ্টিনির্ভর। কিন্তু সেখানে কোন সেচের ব্যবস্থা সেভাবে ছিল না, তারফলে রবি মরশুমে পুরো শুকনো এলাকা, চাষবাস কিছু হতো না। কৃষকরা কর্মহীন হয়ে যেত, যুবকরা অন্য কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যেত। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের 'নিকরা' প্রকল্প প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিকূল আবহাওয়াতে সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রযুক্তি ব্যবহার প্রকল্পকে এখানে বাস্তবায়িত করেছেন। আর সেটাই সেখানকার মানুষদের পরিবর্তনের দিশা দেখিয়েছে এবং সাফল্য এসেছে আর তার পুরো কৃতিত্বই কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রতিটি বিজ্ঞানী এবং সেখানকার কৃষকরা বলে জানিয়েছেন কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ড. বিকাশ রায়। তিনি জানিয়েছেন জাতীয়স্তরে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কৃষিক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকার কৃষকরা খরা এবং বন্যার সময় প্রতিকূল জলবায়ুর মধ্যেও ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছেন বা করছেন। এটাই নিকরা প্রকল্পের ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সাফল্য। আর সেই সাফল্য কথাই প্রেরণামূলক এই তথ্যচিত্র তৈরী করা হয় কৃষকদের জন্য এবং কৃষকদের নিয়ে। আগামী দিনে এই সাফল্য রাজ্যের অন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিকে নতুন পথের দিশা দেখাবে বলে বিশ্বাস।